''সঙ্গমযুগ হলো উৎসবের যুগ - উৎসব পালন করা অর্থাৎ অবিনাশী উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকা''

আজ ত্রিদেব রচয়িতা ত্রিমূর্তি শিব বাবা তাঁর আধ্যাত্মিক ডায়মন্ডদের সাথে ডায়মন্ড জুবিলী বা ডায়মন্ড জয়ন্তী পালন করতে এসেছেন। এই বিচিত্র জয়ন্তীকে ডায়মন্ড জয়ন্তী বলছো তোমরা, কেননা বাবা অবতরিত হনই কড়ি তুল্য আত্মাদেরকে হীরে তুল্য বানাতে। তো বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে যারা হীরের থেকেও অমূল্য, সকলকে সামনে দেখছেন। বাপদাদার সামনে শুধু মধুবনের সভা নয়, বরং বিশ্বের চতুর্দিকের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সভা এটি। সকলের হৃদয়ের অভিনন্দনের স্নেহ পূর্ণ গীত বলো, বোল বলো বাবা খুব কাছ থেকে শুনছেন। দিল এর আওয়াজ দিলারামের কাছে পৌঁছে যায়। তো বাপদাদা দেখছেন যে, সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চতুর্দিক থেকে মধুবন, বাবার সুইট হোম পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এমনিতেও শিব জয়ন্তীকে উৎসব বলা হয়। যথার্থ রীতিতে উৎসব তোমরা ব্রাহ্মণরাই পালন করে থাকো। কারণ উৎসবের অর্থই হলো - সকল উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকা। তো আজ যারাই বসে আছো, সকলের হৃদয়ে উৎসাহ আর উদ্দীপনা কতখানি? অবিনাশী নাকি কেবল আজকের মতো? অবিনাশী তো না? সেইজন্য বাপদাদা এই শ্রেষ্ঠ সঙ্গমযুগকে উৎসবের যুগ বলে থাকেন। প্রতিটি দিন হলো তোমাদের জন্য উৎসাহ সম্পন্ন। প্রতিটি দিন হলো উৎসব।

যে গায়ন আছে, তোমরা টপিক রেখে থাকো 'বিবিধতার মধ্যে একতা' তো প্র্যাকটিক্যালে অনেক দেশ, অনেক ভাষা, অনেক রূপ রঙ, কিন্তু বিবিধতার মাঝেও সকলের হৃদয়ে একতা তো আছে না! কেননা এক বাবা আছেন যে। আমেরিকা থেকে এসেছো অথবা আফ্রিকা থেকেই আসো না কেন, কিন্তু হৃদয়ে তো রয়েছে সবার এক বাবা। এক এর শ্রীমতে চলছো তোমরা। তো বাপদাদার ভালো লাগে যে বিবিধ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও মনের গীত, মনের ভাষা হলো এক। যে ভাষারই হোক না কেন, কালো মুকুট তো পেয়েছো তোমরা না? (সকলে হেডফোন দিয়ে নিজের নিজের ভাষায় শুনছে) এখন এই কালো মুকুট বদলে গিয়ে গোল্ডেন হয়ে যাবে । কিন্তু সকলের মনের ভাষা হলো এক আর একটিই শব্দ, তা হলো 'আমার বাবা'। সকল ভাষাভাষীরাই বলো 'আমার বাবা'। হ্যাঁ, এই একটাই শব্দ। তো বিবিধতার মধ্যে একতা হয়ে গেল না? তো উৎসাহে যারা থাকে অর্থাৎ সদা উৎসবে মেতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। কখনোই উৎসাহ কম হওয়া উচিত নয়। আগেও বলেছি - ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো উৎসাহ-উদ্দীপনা। শ্বাস যদি চলে যায়, তবে জীবন সেকেন্ডে শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তো ব্রাহ্মণ জীবনে যদি উৎসাহ-উদ্দীপনার শ্বাস নেই তবে ব্রাহ্মণ জীবন নেই। যে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকবে, সে নেশার সাথে বলবে যে, ব্রাহ্মণ হলোই উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য। আর যার উৎসাহ-উদ্দীপনা কম হয়ে যায় তার বোলই বদলে যায়। তারা বলবে - হ্যাঁ এটা তো সত্য... হওয়া তো উচিত... হয়ে যাবে... তো এই রকম ভাষা আর আর সেই ভাষার মধ্যে কতখানি ব্যবধান রয়েছে! তাদের প্রতিটি কথায় 'তো' শব্দটি অবশ্যই থাকবে। হওয়া তো উচিত... তো এই যে, 'তো' 'তো' হয় না, উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেশার কম হলেই এই রকম বোল, দুর্বলতার বোল নির্গত হয় । সুতরাং উৎসাহ-উদ্দীপনা কখনোই কম থাকা উচিত নয়। উৎসাহ-উদ্দীপনা কম কেন হয়? বাপদাদা বলেন সদা বাঃ বাঃ বলো, কিন্তু বলে 'হোয়াই - হোয়াই' (কেন-কেন) । কোনো পরিস্থিতিতে যদি হোয়াই শব্দটি এসে যায়, তবে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রবেশ কম হয়ে যায়। বাপদাদা গত বছরও বিশেষ ভাবে ডবল ফরেনারদেরকে বলেছিলেন যে, হোয়াই শব্দটিকে ব্রাহ্মণ ডিকশনারী থেকে চেঞ্জ করো। যখন হোয়াই শব্দটি আসবে তখন ফ্লাই শব্দটিকে মনে রাখলে হোয়াই গায়েব হয়ে যাবে। যে কোনো পরিস্থিতি ছোটও যখন বড় মনে হয়, তখন হোয়াই শব্দ চলে আসে - এই রকম কেন, এটা কেন... আর ফ্লাই করে নিলে তখন পরিস্থিতি কেমন হবে? ছোট্ট একটা খেলনা। সুতরাং যখনই হোয়াই শব্দ মনে আসবে, তখন বলো ব্রাহ্মণদের ডিকশনারীতে হোয়াই শব্দ নেই, ফ্লাই আছে। কেননা হোয়াই - হোয়াই, হায় - হায় করে দেয়। বাপদাদার হাসিও আসে, একদিকে বলবে - না, আমাদের মতো শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আর কারো নেই। এইমাত্র এই রকম বলবে আবার পরক্ষণেই উৎসাহ কম হয়ে যাওয়ায় বলবে - কী জানি আমার ভাগ্যই এই রকম! আমার ভাগ্যে এতটুকুই ছিল! তো হায় হায় হয়ে গেল না! তো যখনই হায় - হায় এর সীন আসবে তখন বাঃ বাঃ করতে শুরু করে দাও, তাহলে সেই সীনও বদলে যাবে আর তোমরাও বদলে যাবে।

ডবল বিদেশীরা আজকাল তোমরা 'পজিটিভ থিঙ্কিং' এর কোর্স করিয়ে থাকো তো না? সকলেই বিদেশে বিশেষ করে এই কোর্সটাই করিয়ে থাকো তাই তো? তো নিজেকেও করাও নাকি অন্যদেরকেই করাও? কোনো সময় যদি এই রকম পরিস্থিতিতে এসে যাও তো তখন নিজেকেই স্টুডেন্ট বানিয়ে, নিজেই টিচার হয়ে নিজেকে এই কোর্স করাও। নিজেকে

করাতে পারো নাকি কেবল অন্যকেই করাতে পারো? অন্যকে করানো সহজ। যখন এই ন্যাচারাল স্থিতি হয়ে যাবে, তখন সকল মানুষকে, ব্যক্তিকে, বিষয়কে পজিটিভ বৃত্তিতে দেখছো, শুনছো বা ভাবছো, তখন কেমন স্থিতি দাঁড়াবে? আজকাল সায়েন্সের দ্বারাও এমন সব সাধন বেরোচ্ছে যে, রাফ জিনিসকেও অত্যন্ত সুন্দর রূপে বদলে দিচ্ছে। তোমরা দেখেছো তো না যে - কী থেকে কী বানিয়ে দিচ্ছে! তাহলে তোমাদের বৃত্তি এই রকম পরিবর্তন করতে পারবে না? আসবে নেগেটিভ রূপে কিন্তু তোমরা নেগেটিভকে পজিটিভ বৃত্তিতে বদলে দাও। আর যদি অস্থিরতার মধ্যে চলে আসছো, তার কারণ হলো - নেগেটিভ কথা শুনছো, ভাবছো, বলছো অথবা করছো। ওই রকম মডেল তোমরা বানিয়েছো না যে - না ভাববে, না দেখবে, না বলবে, না করবে। সাইলেন্সের পাওয়ার কি নেগেটিভকে পজিটিভে বদলে দিতে পারবে না? তোমাদের মন আর বুদ্ধি যেন এমন হয়ে যায় যাতে নেগেটিভ টাচ্ না করে, সেকেন্ডে পরিবর্তন হয়ে যাবে । এই রকম তীব্র গতির অনুভব করতে পারো? মন আর বুদ্ধি এই রকম তীব্র গতির যন্ত্র হয়ে যাবে । হওয়া সম্ভব নাকি টাইম লাগবে? নাকি নেগেটিভ কথাবার্তা চলে এলে বলবে যে, একটু ভাবতে তো দাও, দেখে তো নিই সঠিকটা কী? কুইক স্পীড পরিবর্তন হয়ে যাবে - তাকেই বলা যাবে ব্রাহ্মণ জীবনের মজা, মৌজ। বেঁচে থাকতে যদি চাও তবে মৌজ বা আমোদ এর সাথে বাঁচো। ভেবে - ভেবে বেঁচে থাকা, তাকে বাঁচা বলে না। তোমরা অন্যদেরকে বলে থাকো যে, রাজযোগ হলো জীবন যাপনের কলা। তাহলে তোমরা তো হলে রাজযোগী তাই না! নাকি বলার জন্য কেবল? যখন রাজযোগ হলো জীবন যাপনের কলা, তাহলে রাজযোগীদের কলা কী? এটাই তো না? সুতরাং উৎসব পালন অর্থাৎ মৌজে থাকা। মনও মৌজে, তনও মৌজে, সম্বন্ধ-সম্পর্কও মৌজে।

অনেক বাচ্চারাই বলে যে, নিজের হিসাবে তো আমি ঠিক থাকি, নিজের মৌজে থাকি, কিন্তু সম্বন্ধ - সম্পর্কে মৌজে থাকা, এটা কখনো কখনোই হয়। কিন্তু সম্বন্ধ - সম্পর্কেই তো হলো তোমাদের স্থিতির পেপার। স্টুডেন্ট যদি বলে যে, এমনিতে তো আমি হলাম পাশ উইথ অনার, কিন্তু পেপারের টাইমে মার্কস কম হয়ে যায়, তো এদেরকে কি বলা যাবে? তোমরা এই রকম তো নও তাই না? ফুল পাশ তো তোমরা তাই না? বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, যারা সদা বাবার কাছে থাকে, তারা হলো পাশ। কাছে না থাকলে তবে পাশও নয়। তাহলে সদা তোমরা কোথায় থাকো? দূরে থাকো, কাছে থাকো না! ডবল বিদেশীদেরকে তো ডবল পাশ হওয়া উচিত, তাই না? আচ্ছা।

তো ডবল বিদেশীরা এইবার হাই জাম্প লাগিয়ে দিয়েছে। মধুবনে হাই জাম্প দিয়ে পৌঁছে গেছে। (এই বার অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী সংখ্যক ডবল বিদেশী মধুবনে এসে পৌঁছেছে) আচ্ছা, ডবল বিদেশীদেরও কয়েকজনকে পটরানী (মেঝেতে গদি পেতে) হওয়ার চান্স তো খুব ভালোই প্রাপ্ত হয়েছে। পটরানী হওয়াতে মজা রয়েছে নাকি নেই? তোমাদের তো অ্যাটাচি এত বেশি রয়েছে যে, তাতেই মাথা রেখে শুতে পারো। কেননা একটা বড় একটা ছোট সুটকেস তো আনোই, ছোটটিকে তাহলে বালিশ বানিয়ে নাও। তাহলে জায়গা বেঁচে যাবে তাই না? ভালো লাগে, বাপদাদা সীন দেখতে থাকেন যে, কীভাবে ভারী ভারী অ্যাটাচি টেনে টেনে নিয়ে আসছে! সীন গুলো বেশ ভালোই লাগে! সঙ্গমযুগে এই পরিশ্রমও হলো অল্প সময়ের জন্য, তারপরে তো প্রকৃতিও তোমাদের দাসী হবে। দাসীও তো অনেক সংখ্যায় থাকবে। তখন তোমাদের আর জিনিসপত্র বহন করে টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখন নিজেদের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, এই সময় তোমরা গুপ্ত বেশে রয়েছো, এখন তোমরা সেবাধারী, এরপর রাজ্য অধিকারী হবে। তো সেবাধারীদেরকে তো সব প্রকারের সেবা করতে হয় । যতখানি এখন তন, মন, ধন আর সম্পর্কের দ্বারা সেবা করবে, ততখানিই সেখানে সেবাধারী প্রাপ্ত হবে। সব থেকে প্রথমে তো এই প্রকৃতির পাঁচটি তত্ত্বই তোমাদের সেবাধারী হবে। নিজের রাজ্য ভাগ্য স্মৃতিতে আছে তো না? কতবার রাজ্য অধিকারী হয়েছো। অগণিতবার হয়েছো আর হতেও থাকবে। কিন্তু রাজ্য অধিকারীর থেকেও এখনকার সেবাধারী জীবন হলো শ্রেষ্ঠ। কেননা এখন বাবা আর বাচ্চারা একসাথে আছে। যে কোনো প্রকারেরই সেবা হোক না কেন, সেবার প্রত্যক্ষ ফল এখন প্রাপ্ত হয়। বাবার স্নেহ, সহযোগ আর বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া খাজানা প্রত্যক্ষ ফলের রূপে প্রাপ্ত হয় । যখনই কোনো বিশেষ সেবা তোমরা করে থাকো আর যুক্তিযুক্ত সেবা হয় সেটা, তখন কতখানি আনন্দ হয়! সেই সময়ের চেহারার ফটো তোলা হলে সেটা কেমন হতো! সুতরাং একদিকে সেবা করছো, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ ফল তোমার জন্য সদা প্রস্তুত আছেই আছে। এক হাত দিয়ে সেবা করছো আর অন্য হাতে সেবার ফল খাচ্ছো - এই রকম অনুভব হয়? নাকি সেবা করতেই অনেক পরিশ্রম হয়ে যাচ্ছে? সেবাতে অস্থির স্থিতি উৎপন্ন হয় নাকি হয় না? কখনো কখনো হয়। তো অস্থির স্থিতিই পরিপক্ক বানায়, অনুভাবী বানায়। দোনামনায় এইজন্যই আসছো কারণ কেবল বর্তমানকে দেখছো। কিন্তু বর্তমানের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে সেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো না। সেইজন্য অস্থিরতা এসে যাচ্ছে। যে কোনো বড়'র থেকেও বড় পরিস্থিতি বাস্তবে সামনের জন্য অনেক বড় পাঠ পড়িয়ে যায় । পরিস্থিতি নয়, বরং সেটা হলো তোমাদের টিচার। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখো যে এই পরিস্থিতি কী পাঠ পড়িয়ে গেলো? একে বলা হয় নেগেটিভকে পজিটিভে

পরিবর্তন করা। কেবল পরিস্থিতিকে দেখছো বলেই ঘাবড়ে যাচ্ছো। আর পরিস্থিতি মায়ার দ্বারা সর্বদা নতুন নতুন রূপে চলে আসবে। সেইভাবেই চলে আসবে না, যে রূপে এসেছিল, সেই রূপে আসবে না। নতুন রূপে আসবে। আর তাতেই তোমরা ঘাবড়ে যাও যে - এটা তো নতুন ঘটনা, এই রকম তো ঘটে না, এই রকম তো হওয়া উচিত নয়... । কিন্তু এটা জানবে যে, মায়া অন্তিম সময় পর্যন্ত বহুরূপী হয়ে বহুরূপ দেখাবে। মায়া খুব তাড়াতাড়ি বহুরূপী হতে পারে আর পারেও ভালো । তোমাদের স্থিতি যেমন হবে, পরিস্থিতি তেমনই তৈরী করে আসবে। মনে করো আজকে একটু আধটু উদাসীনতার জীবনে রয়েছো, তো মায়াও সেই উদাসীনতার পরিস্থিতির রূপে চলে আসবে। আজকে মুডটা একটু অফ্ রয়েছে, যেমন হওয়া উচিত সেই রকম নেই। তখন মুড অফ্ এর পরিস্থিতির রূপে চলে আসবে। তারপর ভাবে যে, আগেই তো আমি ভাবছিলাম, তাহলে এটা কী হলো? সেইজন্য মায়াকে সামনে, পিছনে, পাশে দেখে নেওয়ার জন্য এবং বুঝে যাওয়ার জন্য ত্রিকালদর্শী আর ত্রিনেত্রী হও।

তোমরা সবাই ত্রিনেত্রী আর ত্রিকালদর্শী তো না? ডবল ফরেনার্স তোমরা ত্রিকালদর্শী - ইয়েস অর নো? সত্যি কথা বলো (হ্যাঁ বাবা) নিজের ভাষাতে তো এ'কথাটা তোমরা ভালোই বলো। সবাই খুশী তো? (হ্যাঁ বাবা) কেউ কেউ এটা ভাবছে না তো যে, পরের বছর এত ভীড়ের মধ্যে আসবো না? একটু পরের দিকে আসবো? সংগঠনের মজাও খুব সুন্দর। আসতে তো প্রোগ্রাম অনুযায়ীই হবে। খুব বেশী সংখ্যায় নয়, তবে এমন অভ্যাস থাকা উচিত যে সব কিছুর সাথে যেন অ্যাডজাস্ট করতে পারো। অ্যাডজাস্ট করার পাওয়ার সদা বিজয়ী বানিয়ে দেয় । ব্রহ্মা বাবাকে দেখো, বাচ্চাদের সাথে ছোট বাচ্চা হয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাওয়া, বড়দের সাথে বড় হয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাওয়া। বেগরী লাইফই হোক কিম্বা যখন সুযোগ সুবিধা এসে গেছে তখনকার লাইফ, দুই অবস্থাতেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাওয়া আর খুশী মনে হওয়া, ভেবে চিন্তে নয়। এখানে তোমরা দুঃখী হও না ঠিকই, কিন্তু খুশীর বদলে একটু ভাবনাতে পড়ে যাও যে - এটা কী হলো, কী করে হলো... । তো যারা ভাবনা চিন্তায় পড়ে যায়, তাদের অ্যাডজাস্ট হওয়ার মজা পেতে কিছুটা সময় লেগে যায়। নিজেকে চেক করো যে, যেমনই পরিস্থিতি হোক, ভালো হোক কিম্বা আর্তনাদেরই হোক, সব সময়, সকল সারকামস্ট্যান্সের মধ্যে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারো? ডবল ফরেনারদের একাকীত্ব খুব পছন্দের আবার কম্প্যানিয়নও খুব ভালো লাগে। কিন্তু কম্পনীতে থাকো অথবা একাই থাকো, দুই অবস্থাতেই অ্যাডজাস্ট হওয়া - এটাই হলো ব্রাহ্মণ জীবন। এই রকম নয় যে, সংগঠনে এলে মাথা ভারী হয়ে যাচ্ছে - না, আমি একা থাকতে চাই, এত ডিস্টার্বেন্সেসের মধ্যে না, আলাদা একা থাকতে চাই...। মন হবে একাকী হতে চাইলে বহির্মুখিতার থেকে অন্তর্মুখীতায় চলে যাও, তবে একা থাকতে পারবে। কেউ কেউ বলে না যে - আমার একার রুম চাই, আরেকজনের সাথে শেয়ার করেও নয়? একার রুম পেলেও আনন্দে ঘুমাও আবার দশ জনের মাঝেও যদি ঘুমাতে হয় তাও আনন্দের সাথে ঘুমাও। ফরেনার্স দশ জনের মাঝে ঘুমাতে পারবে নাকি মুশকিল? শুতে পারবে? (হ্যাঁ বাবা) আচ্ছা, এখন পরের বছর ২০ - ২০ কে একসাথে শুতে দেওয়া হবে। দেখো সময় বদলে যেতে থাকে আর বদলাবেও। দুনিয়ার পরিস্থিতি স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে আরও বেশী করে হবে। হতেই হবে। এখন কেবল একটি একটি স্থানে আলাদা আলাদা ভাবে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সব দিকে একসাথে শুরু হবে। তো অস্থির সময় তো আসতেই হবে। সময় স্পর্শকাতর হোক, কিন্তু তোমাদের নেচার যেন স্পর্শকাতর না হয়। কারো কারো নেচার বেশ স্পর্শকাতর হয়! এতটুকুও আওয়াজ হলো কি, এতটুকু কিছু হলো তো ডিস্টার্ব হয়ে গেল। এদেরকে বলা হয় স্পর্শকাতর স্থিতি, স্পর্শকাতর নেচার। তো স্পর্শকাতর চেহারা যেন না হয়। যেমন সময় সেই মতো নিজেকে অ্যাডজাস্ট যেন করতে পারো। এই অভ্যাস পরে গিয়ে তোমাদের অনেক বেশী করে কাজে আসবে। কারণ পরিস্থিতি সব সময় এক রকম থাকে না। আর তোমাদের ফাইনাল পেপার স্পর্শকাতর সময়েই হবে। আরামের সময়ে হওয়ার নয় । স্পর্শকাতর সময়েই হওয়ার। তো এখন যতখানি নিজেকে অ্যাডজাস্ট করবার শক্তি হবে তবে স্পর্শকাতর সময়ে পাশ উইথ অনার হতে পারবে । পেপার দীর্ঘ সময়ের নয়, পেপার তো হলো খুবই অল্প সময়ের। কিন্তু চতুর্দিকের স্পর্শকাতর পরিস্থিতি গুলির মাঝে থেকে পেপার দিতে হবে। সেইজন্য নিজেকে নেচার এর দিক থেকে শক্তিশালী বানাও। কী করবো, আমার নেচারই এই রকম, আমার অভ্যাসই এই রকম। এমন হলে হবে না। একে স্পর্শকাতর নেচার বলা হয়। দেখো, বাপদাদা স্থাপনার আদিতে সব কিছু অনুভব করে নিয়েছেন। যখন সূচনা হয়েছিল তখন রাজকুমার আর রাজকুমারীদের থেকেও বেশী লালন পালন, সাধন, সব কিছুর অনুভব করিয়েছিলেন, এর পরেও বেগরী লাইফেরও সম্পূর্ণ অনুভব করিয়েছিলেন । সুতরাং যারা দুয়েরই অনুভব করেছে তাদের অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে। তো তোমাদের সামনে তো এখনও এই রকম সময় আসেনি, কিন্তু আসবে। যেখানেই তোমরা থাকবে, সব স্থান নড়বে, সব আধার ভেঙে পড়বে। তো এই রকম টাইমে কী চাই? এক বাবারই আধার। তোমরা তো অনেক অনেক অনেক লাকী যে, তোমরা যখন এসেছো তখন সব সুযোগ সুবিধার উপকরণ আয়ত্তে এসে গেছে। সহজ সাধনের সাথে সাথে তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছে। লৌকিক সাধন আর

সাধনা - সাধন গুলিকে দেখে সাধনকে ভুলে যেও না। কেননা শেষ পর্যন্ত সাধনাই কাজে আসবে। বুঝেছো? আচ্ছা ।

চতুর্দিকের অমূল্য বিশেষ রত্নদেরকে, সর্বদা প্রতিদিন উৎসাহের উৎসব পালনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা স্ব-স্থিতি আর সেবার উন্নতিতে ব্যালেন্স রেখে ব্লেসিংস্ এর অধিকারী আত্মাদেরকে, সদা পরিস্থিতিকে সহজে পার করতে পারে, এই রকম অচল, অটল, মহাবীর আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদানঃ- সম্পূর্ণতার দ্বারা সম্পন্নতার প্রালব্ধের অনুভব করতে পেরে সকল ঝামেলা গুলির থেকে মুক্ত ভব

সঙ্গমযুগে সাগর গঙ্গার থেকে আলাদা নয়, গঙ্গা সাগরের থেকে আলাদা নয়। এই রকম সময়ে নদীর সাগরের সাথে মিলে যাওয়ার মেলা হয়। যারা এই মেলাতে থাকে, তারা সকল ঝামেলার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই মেলার অনুভব তারাই করতে পারে, যারা সমান হয়ে ওঠে। সমান হওয়া অর্থাৎ মিশে যাওয়া। যারা সদা স্নেহে সমাহিত থাকে, তারা সম্পূর্ণতা আর সম্পন্নতার প্রালব্ধের অনুভব করে থাকে। কোনও প্রকারেরই অল্প কালের প্রালব্ধের ইচ্ছা তাদের থাকে।

স্লোগানঃ- সর্বদা একমাত্র বাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গে থাকো, তবে হোলিয়েস্ট আর হাইয়েস্ট হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;